চরখালীর শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ জেলেপেশায়

চরখালী গ্রামের দুই শতাধিক শিশু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরে সংসার চালাচ্ছে। দারিদ্র্যতা, অসচেতনতা, কর্মমুখী শিক্ষার অভাব, সরকারি বেসরকারি সহযোগিতা না থাকা এসব কারণে শিশুরা কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। ফলে তারা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন এমনকি অকালে প্রাণও হারাচ্ছে। সহযোগিতা পেলে এ পেশা থেকে শিশুদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ভূক্তভোগী এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসব তথ্য জানান।

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার ২নং নদমূলা ইউপির ৭নং ওয়ার্ডে এ জেলেদের বাস। প্রায় ৬ শতাধিক পরিবারে ৫ হাজার সদস্য রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৩ হাজার শিশু। নদীভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে চরখালী পুরাতন ফেরীঘাট, বেঁড়িবাধে এসব পরিবারগুলো সামান্য ঝুপড়ি তৈরি করে কোনমতে জীবনযাপন করছে।

একসময় ওদের গোলাভরা ধান, গোয়ালে গাভী, পুকুরে মাছ সবকিছুই ছিল ভরপুর। শুধু এই কঁচা নদীর সর্বনাশা ভাঙনে কেড়ে নিয়েছে ওদের জীবনের সব সুখ, স্বপ্ন, আনন্দ। তবুও ওরা সমাজের অন্যসব মানুষের মত মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। কিন্তু দারিদ্র্যতাই ওদের জীবনের সবচেয়ে বড় বাঁধা। সংসারের অভাব অনটনে কোলের শিশুটিকেও জেলে নৌকায় মাছ ধরতে পাঠায়। এ পেশায় ঝুঁকি তা জেনেও ছোট ছোট শিশুরা মাছ ধরতে যায় নদীতে কিংবা সাগরে। কারণ পেটের ক্ষুধা মেটাতে হবে। আর এর সাথে সাথে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে এক একটি শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এব্যাপারে মোঃ সৈয়দ খান (৫০) জানান, আগে খাইয়া বাঁইচ্যা এরপর ভবিষ্যৎ। গরীবের ভবিষ্যৎ দিয়া কি অবে ? মোরা মাছ বেইচা খাইছি মোগা পোলা পাইনেও মাছ বেইচ্যা খাইবে। এমনই আক্ষেপ প্রকাশ করলেন আরো অনেকে। সরকারিভাবে ভাঙনের পরিবারগুলোকে আশ্রায়ন, আবাসন, গুচ্ছগ্রামের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হলেও এ জেলেদের কোন পরিবার তার পাইনি বলে তাদের অভিযোগ। এমন কি, ভি.জি, ভি. জি. এফ এর সাহায্য ও তারা সঠিক ভাবে পায়না। চেয়ারম্যান, মেম্বারদের স্বজনপ্রীতির জন্যই তারা এ সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত এমন অভিযোগ অনেকের।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উপন্যাসের কুবের মাঝির মত এখানকার প্রতিটি শিশুর চরিত্র। কেবল মাত্র মাছ ধরার কলাকৌশল ছাড়া এসব শিশুদের অধিকাংশ পিতামাতারাও নিরক্ষর। তারাও জানেনা কোন কাজটি ভাল, কোন কাজটি খারাপ। এছাড়া এত ছোট শিশুরা এখানে কাজ করছে তাদের অন্যত্র কোন কাজ করতে দিতে নারাজ। মাছ ধরা ছাড়া কি বা করবে তারা ? এ ব্যাপারে মাকছুদা বেগম (৪০) জানান, স্বামী শাহ আলম জমাদ্দার (৫৫) কোন কাজ করতে পারে না। নিজস্ব জাল নৌকাও নেই। সংসারের এই অভাব কি দিয়ে সামাল দিবেন। তাই বাধ্য হয়ে ১১ বছরের ছেলে সোহেলকে অন্যের নৌকায় মাছ ধরতে পাঠান। প্রতিদিন সোহেল ৫০ টাকা পায় তা দিয়েই কখনবা অনাহারে কখনবা অর্ধাহারে তাদের জীবন জীবিকা চলছে।

কখনো ঝড় বৃষ্টি কখনো বা প্রখর রোদে পুড়ে সারা দিন মাছ ধরার কাজ করে এসব শিশুরা। রোদে পুড়ে পুড়ে সাদা শরীরের রংটাও কালো হয়ে গেছে। জাল টানতে টানতে প্রতিটি আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে পচন ধরে যায় শিশুদের। অনেক সময় অতিরিক্ত রোদে মাছ ধরার ফলে জ্বর, কাঁশিতে ভুগছে শিশুরা। এমন কি বিশুদ্ধ পানির অভাবে নদীর পানি পান করে পেটের বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন- আমাশয়, কলেরাসহ নানারকম পানিবাহিত রোগ হয়। এ ব্যাপারে জেলে শিশু মোঃ ইব্রাহীম (৯) জানান, রোদে পুড়ে একসাথে এক মাস জ্বরে ভুগছে। এমনকি অনেকের শরীরে অনেক অংশে গোঁটা গোঁটা ফোসকা দেখা দেয়।

এ ব্যাপারে আঃ রহিম (১১) জানান, মাছ ধরতে গিয়ে অনেক সময় তুফানে নদীতে পরে যাই। তখন ভয় লাগে। পানিতে কুমির, কামট থাকতে পারে। কিন্তু কি করব ঘরে চাল নেই। মাছ ধরে ৫০ টাকা পাব তা দিয়েই চাল কিনতে হবে। এমন কষ্টের কথাগুলো বলেন আরো অনেকে।

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে কর্মমুখি প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। যদি কোন কর্মমুখী প্রশিক্ষণ যেমন, হাঁস-মুরগী পালন, গবাদি পশু, মৎস্য চাষ, কুটির শিল্প, সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। তাহলে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসত। ফলে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ এ পেশায় কাজ করতে হতনা। এ ব্যাপারে মোঃ আবুল হোসেন বেপারী (৭৫) জানান, আমিও চাই সমাজের অন্য দশটা ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়া করে কিংবা কোন কাজ শিখে পেশা পরিবর্তন করুক।

উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে আবাসন, আশ্রায়ণ, গুচ্ছগ্রাম, ভূমিহীন পুনর্বাসন, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য এ জেলে পাড়ার ভূমিহীন পরিবারগুলো এসকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এ ব্যাপারে মাহমুদা বেগম (৪৫) জানান, সরকার যদি আমাদের একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই দিত। তাহলে স্বামী সন্তানদের নিয়ে কৃষিকাজ কিংবা অন্য কাজ করে সংসার চালাতে পারতাম। বাচ্চাদের আর মাছ ধরতে যেতে হতনা।

মৎস্য সমিতির সভাপতি মোঃ আলমগীর হোসেন জানান, এখানকার ৫০টি জেলে নৌকা আছে। যার প্রতি নৌকায় ২/৩ জন শিশু রয়েছে। কেউবা নিজেদের নৌকায়। কেউবা অন্যের নৌকায় দিনমজুর হিসেবে মাছ ধরে। জেলেদের পূনর্বাসন সরকারি সহযোগিতা পেলে হয়তবা শিশুদেরকে এ পেশা থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

সুপারিশমালা

ভুক্তিভোগী শিশু, অভিভাবক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলাপকালে প্রাপ্ত সুপারিশমালাসমূহ

১। জেলেদেরকে পূনর্বাসন করতে হবে।
২। সরকারি বেসরকারি সহযোগিতা বাড়াতে হবে।
৩। জেলে শিশুদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে।
৪। কর্মমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫। সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে।
৬। অন্য পেশায় কাজ করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সকলে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেনঃ অমল ঘরামী, উম্মে রেহানা রানী, হাসান মামুন ও শশি